Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-04-2026 14:27 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৫ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১৯ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

সম্ভলে বুলডোজার 'অ্যাকশনে' যোগী! গুঁড়িয়ে গেল মসজিদ-সহ ৩৫ ফুট লম্বা মিনার

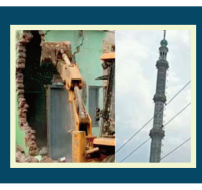

হরমুজের পর বন্ধ আরও এক প্রণালী! ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিলো হাউথিরা

ইটালিতে গুরুদ্বারের বাইরে এলোপাথাড়ি গুলি! মৃত্যু ২ ভারতীয়র

তৃণমূল-কংগ্রেস মিলে ষড়যন্ত্র করেছে'

বিষ্ণুপুরে মহিলা বিল নিয়ে সরব মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল, বাংলার বোনদের ধোঁকা দিয়েছে আরও এক বার'! রবিবার বিষ্ণুপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে এভাবেই সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর অভিযোগ, লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে জোড়াফুল শিবির। বাংলার মহিলারা যাতে জনপ্রতিনিধি হয়ে শাসকদলের 'জঙ্গলরাজকে' চ্যালেঞ্জ করতে না পারেন, সেই লক্ষ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরেছে বলে দাবি করেন তিনি।পয়লা বৈশাখের পর এটাই ছিল মোদীর প্রথম বঙ্গ সফর। বিষ্ণুপুরের উপচে পড়া ভিড় দেখে তিনি বলেন, 'হেলিপ্যাডে যা দেখলাম, উৎসাহ, আমি দেখলাম। এটা আসলে এই নির্মম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ।' তাঁর মতে, এই জনজোয়ারই প্রমাণ করছে যে বাংলার মানুষ এখন বদল চাইছে। বিজেপিকে মহিলা সশক্তিকরণের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে মোদী বলেন, 'বিজেপির পরিচয় হল মহিলা সশক্তিকরণ, মহিলা সুরক্ষায়। তাই দেশের সব রাজ্যে বোন-মেয়েরা বিজেপি-কে সবচেয়ে বেশি ভোট দেয়।'এদিন প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় ছিল তৃণমূলের 'তোষণ নীতি'। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, সরকার কুড়মিদের কথা না শুনে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে। হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সংবিধানের অবমাননা করা হচ্ছে বলেও তিনি তোপ দাগেন। জনজাতি আবেগকে উসকে দিয়ে মোদী বলেন, বিজেপি দেশকে প্রথম জনজাতি রাষ্ট্রপতি দিলেও তৃণমূল তাঁকে অপমান করেছে। তাঁর দাবি, 'যেমন নেহেরুজি বাবা সাহেব অম্বেডকরকে হারাতে প্রার্থী দিয়েছিল। তেমন কংগ্রেস ও তৃণমূলও জনজাতি রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে হারাতে খেলা শুরু করেছিল।'বিষ্ণুপুরের মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়েছেন মোদী। তিনি ঘোষণা করেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লে মহিলারা বছরে ৩৬ হাজার টাকা করে পাবেন। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ২১ হাজার টাকা এবং

সন্তান হওয়ার পর ৫০০০ টাকা দেওয়ার কথা জানান তিনি। পাশাপাশি, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং কিডনি রোগীদের বিনামূল্যে ডায়ালিসিসের প্রতিশ্রুতি দেন। আবাস যোজনায় দেড় লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুতের বিল শূন্য করতে পিএম সূর্যগড় যোজনায় ৮০ হাজার টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।বাঁকুড়ার শিল্পকলা ও টেরাকোটা নিয়ে রাজ্যের অসহযোগিতার প্রশ্নে সরব হন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, পিএম বিশ্বকর্মা যোজনায় বাংলা থেকে ৮ লক্ষ মানুষ আবেদন করলেও রাজ্য সরকার মাত্র একজনের নাম নথিভুক্ত করেছে। মোদীর কথায়, 'এটা টেরাকোটার অপমান। রামকিঙ্কর বেইজের উত্তরাধিকারের অপমান।' বালুচরী শাড়িকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে 'এক জেলা এক পণ্য' প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মোদী বলেন, 'সব সিন্ডিকেট, গুন্ডাদের শেষ বার বলছি, ২৯ এপ্রিলের আগে নিজের নিজের থানায় আত্মসমর্পণ করুন। ২৩ তারিখের আগে করুন। কারণ, ৪ মের পরে কেউ বাঁচবে না।' মাফিয়া ও কয়লা পাচারকারীদের দিন শেষ হয়ে আসছে জানিয়ে মোদীর গ্যারান্টি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সিন্ডিকেটের 'স্থায়ী অস্ত্রোপচার' করা হবে। 'পিএম-সিএম' জুটির হাত ধরে বাংলায় উন্নয়নের নতুন ইতিহাস তৈরি হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। ফাইল ফটো।

আইপ্যাকের কাজ বন্ধের খবর 'পুরোপুরি ভুয়ো', দাবি তৃণমূলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ হাইভোল্টেজ নির্বাচনের ঠিক মুখে বড়সড় ধাক্কা ঘাসফুল শিবিরে। আইনি গেরোয় রাজ্যে কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আইপ্যাক। সংস্থার সমস্ত কর্মীকে আগামী ২০ দিনের জন্য ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার মধ্যরাতে কর্মীদের কাছে আসা এক ইমেলে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু আইনি 'বাধ্যবাধকতা'র কারণেই আপাতত এই পদক্ষেপ। আগামী ১১ মে-র পর পুনরায় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের বাকি দুই দফার ভোটগ্রহণ। ৪ মে ফলপ্রকাশ। অর্থাৎ, ভোটপর্ব ও সরকার গঠন প্রক্রিয়া মেটা পর্যন্ত কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল আইপ্যাক। আকস্মিক এই ইমেলে রীতিমতো স্তম্ভিত সংস্থার কর্মীরা। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 'আইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং গোটা প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে বিচার মিলবে, আমরা নিশ্চিত।' তবে ভোটপ্রচারের চূড়ান্ত লগ্নে এই সিদ্ধান্ত শাসকদলকে গভীর বিপাকে ফেলবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও তৃণমূলের একটি অংশের দাবি, সংস্থার একাংশ বাড়ি থেকে বা অন্য কোনোভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। তবে রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রে ছড়িয়ে থাকা মাঠের কর্মীরা কীভাবে সক্রিয় থাকবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শনিবার সল্টলেক সেক্টর ফাইভের আইপ্যাক দপ্তরে

কর্মীদের আচমকা তলব করায় গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন শেষ মুহূর্তের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতেই এই জমায়েত। কিন্তু মধ্যরাতের ইমেল সমস্ত হিসাব উল্টে দেয়। প্রসঙ্গত, কয়লা পাচার মামলার তদন্তে গত সোমবারই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর বিনেশ চান্দেলকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে ইডি। এই গ্রেফতারিকে 'ভীতি প্রদর্শন' বলে তোপ দাগেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির হানার সময় সশরীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে নথি 'চুরি'র অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। আপাতত সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আজ তারকেশ্বরে মমতার সভা এবং সাগরে অভিষেকের কর্মসূচি রয়েছে। প্রচারমঞ্চ থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব এই পরিস্থিতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন কি না, এখন সেটাই দেখার। আইপ্যাকের এই হাত গুটিয়ে নেওয়া ভোটের ফলে কতটা প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এদিকে রবিবার তৃণমূলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল, এই কাজ বন্ধের খবর পুরোপুরি ভুয়ো। দলের তরফে বলা হয়, 'আমরা একটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখেছি যেখানে দাবি করা হয়েছে যে আইপ্যাক আগামী ২০ দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা। আইপ্যাক তৃণমূলের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত রয়েছে। রাজ্যজুড়ে তাঁদের প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলার মানুষ এই প্রচেষ্টাগুলো বুঝতে পারছে। তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে এর জবাব দেবে।' উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার শাসকদলের পরামর্শদাতা সংস্থা হিসেবে কাজ করছে আইপ্যাক। ছাব্বিশের নির্বাচনেও তৃণমূলকে সাহায্য করছে প্রতীক জৈনের সংস্থা। ফাইল ফটো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-04-2026 14:27 Page 2

বিছানায় সঙ্গমে অনীহা ?

দোসর এই ৭ বদভ্যাস

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কথায় আছে সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি হল সুস্থ যৌন জীবন। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ইতিমধ্যেই একাধিক গবেষণায় সামনে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য, সেখানে বলা হয়েছে শুধু সুন্দর রঙিন জীবন নয়, আপনি কতটা সুস্থ থাকবেন সেটাও অনেকটাই নির্ভর করে আপনার যৌন জীবনের ওপর। কিন্তু এক্ষেত্রেও রয়েছে বেশ কিছু বাধা, যার সরকারি প্রভাব পড়ছে আমাদের যৌন জীবনে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, আমেরিকার যুবক-যুবতী যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে তাঁদের যৌন ক্ষমতা এই করোনা কালে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে।ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ২০১৬-২০১৮ সালের মধ্যে ১৮ থেকে ২৪ বয়সী যুবক যুবতীদের মধ্যে সঙ্গমের হার ৩১ শতাংশ থকে কমে ১৯ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে সাপ্তাহিক সঙ্গমের হার ৬১ শতাংশ থেকে কমে ৫৮ শতাংশ হয়ে গিয়েছে।এর কিছু কারণও খুঁজে বের করেছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মূলত ৭টি কারণের জন্য মানুষের সঙ্গমের ইচ্ছা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

১) ধূমপানঃ বিশ্বে প্রায় প্রত্যেক দিনই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ধূমপানের হার। আর এই ধূমপানের কারণেই কমেছে সঙ্গমের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা।

২) ব্যায়াম না করাঃ আজকালকার দিনে মানুষের হাতে সময় বড় কম। অধিকাংশ মানুষই ঘুম থেকে উঠে বসে পড়েন কাজে এবং কাজ শেষে সোজা চলে যান বিছানায়। ব্যায়াম কিংবা শারীরিক কসরত করার সময়ই নেই তাঁদের হাতে। এর জেরে শরীরে একদিকে যেমন একাধিক রোগ বাসা বাঁধছে অন্যদিকে কমছে যৌন ক্ষমতা।

৩) ফল, সবজি কম খাওয়াঃ আমাদের জেনারেশন বলতে গেলে পুরোপুরিই রেডি টু কুক কিংবা প্যাকেট খাবারের ওপর নির্ভরশীল। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে যৌন জীবনে।

৪) চা-কফি খাওয়াঃ চা কফির নেশা যে কতটা খারাপ সেটা আর আলাদা করে বলা অপেক্ষা থাকে না। এই দুটি যিনি একদিকে যেমন শরীরকে উত্তেজিত করে অন্যদিকে তেমনই কিন্তু এর প্রভাবে কমে যৌন ক্ষমতা।

৫) তেল জাতীয় খাবার বেশী খাওয়াঃ তেলযুক্ত কিংবা ভাজাভুজি খাবার কার না পছন্দ। কিন্তু এই সমস্ত খবারই আমদের জীবনে ডেকে আনছে চরম বিপদ। শুধু শরীর নয় আমাদের যৌন ক্ষমতা কমাতেও এই খাবারগুলো অনেকাংশে দায়ী।

৬) কম ঘুম কিংবা অনিদ্রাঃ ডাক্তাররা বলেন যত কাজই থাকুক না কেন রাতে ৭ থেকে ৮ ঘটনার ঘুম কিন্তু মাস্ট। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেই পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। আবার অনেকেই ভোগেন অনিদ্রায়। আর এই ঘুম না হওয়ার সরাসরি প্রভাব পরে আমাদের যৌন জীবনে।

৭) মদ্যপানঃ মদ্যপান আরও একটি বড় কারণ। মদ্যপানের জেরেও কমে যৌন ক্ষমতা।

বাবুই পাখির বাসা ভেঙে ডিম নষ্ট-ছানাহত্যা

৭ দিনের কারাবাস

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এ যেন শিবঠাকুরের আপন দেশ! যেমন ইচ্ছে তেমন শাস্তি। কখনও কখ নও লঘু পাপে গুরু দণ্ড। সুকুমার রায়ের কবিতায় ছিল, 'কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে/পেয়াদা এসে পাকড়ে ধরে।' কিন্তু পাখির বাসা ভেঙে ডিম নষ্ট ও ছানাদের হত্যার মতো অপরাধে কারাদণ্ড দিল বাংলাদেশের আদালত। জানা যাচ্ছে, বাবুই পাখির বাসা ভেঙে ডিম নষ্ট ও ছানা হত্যার দায়ে একজনকে ৭ দিনের কারাবাস হয়। বুধবার চট্টগ্রাম জেলার পোপাদিয়া এলাকার ঘটনা এটি।

একইসঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

শাস্তি দেওয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন বোয়ালখালী উপজেলা নির্বাহী অধিকারীরা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান ফারুক। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম বাদশা মিয়া, বয়স ৪৮ বছর। পেশায় তিনি কৃষক। পোপাদিয়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। উপজেলা নির্বাহী আধিকারীক মেহেদী হাসান ফারুক জানান, স্থানীয় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আমরা ২৯টি মৃত ছানা এবং বেশ কিছু ভাঙা ডিম পাই।এরপর তদন্ত করে গ্রেপ্তার করা হয় বাদশা মিয়াকে। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত বাদশা মিয়া তার অপরাধ স্বীকার করেম। তিনি দাবি করেন, পাখিরা তার জমির ধান খেয়ে ফেলছিল বলে ক্ষোভ থেকে তিনি এমনটি করেছেন। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১৩-এর ৩৮ ধারায় তাকে সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। ভ্রাম্যমাণ আদালতের এই শাস্তি নিয়ে কেউ কেউ হাসাহাসি করলেও অনেকেই বলছেন, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর সুরক্ষায় এই শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক। এরপর ক্ষতি করতে চাইলে কেউ এই শাস্তির কথা ভেবে সতর্ক হবেন।

যুদ্ধ চলছে মধ্যপ্রাচ্যে

মিসাইল মিলছে ঝাড়খণ্ডে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যুদ্ধ চলছে মধ্যপ্রাচ্যে আর ঝাড়খণ্ড উদ্ধার হচ্ছে মিসাইল! এই নিয়ে হেমন্ত শোরেনের রাজ্যের সিংভূম জেলায় গত দুই মাসে তিনটি মিসাইল বোমা উদ্ধার হল। এবার বাহারাগোড়া থানার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর কাছে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশ্ন হল, কোথা থেকে আসছে মিসাইলগুলি? বিশেষজ্ঞদের দাবি, কার্যত মাটির নিচ থেকে বিপজ্জনক ইতিহাস বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। কারণ তাঁদের অনুমান, এই মিসাইল বোমাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের। পানিপোদা গ্রামের কয়েক জন জেলে অন্যদিনের মতোই সুবর্ণরেখায় মাঝ ধরতে বেরিয়ে ছিলেন। মাঝ নদীতে একটি বিরাটাকার ধাতব বস্তু দেখতে পান তাঁরা। কৌতূহলে সেটিকে টেনে নদীর পাড়ে তোলেন। এর পরেই বুঝতে পারেন জিনিসটি একটি মিসাইল। ঝুঁকি না নিয়ে খবর দেন স্থানীয় থানায়। বাহারাগোড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং এলাকাবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়। প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে নদীর ধারে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে ঘটনাস্থলের আশপাশে সাধারণ মানুষের যাতায়াত সীমিত করা হয়েছে।স্থানীয়দের বক্তব্য, মিসাইল বোমাটির ওজন আনুমানিক ২০০ কেজি বা তার বেশি। গত দুই মাসে এই নিয়ে তৃতীয় মিসাইল বোমা উদ্ধার হওয়ায় এলাকার মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত। এর আগে গত ১৭-১৮ মার্চের মধ্যে সুবর্ণরেখা তীরে একটি মিসাইল উদ্ধার হয়েছিল। মার্চের শেষ সপ্তাহে আরও একটি মিসাইল উদ্ধার হয়।

বেতন ভীষণ কম

কর্মস্থলে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে অভিনব প্রতিবাদ তরুণীর !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ঘুমও যে প্রতিবাদ হতে পারে কে জানত! চিনে ঘটেছে এই আজব কাণ্ড। বেতন নিয়ে অসন্তুষ্ট এক মহিলা কর্মী বসকে 'শিক্ষা দিতে' কর্মস্থলেই পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটালেন। বাংলা প্রবাদ যেমনটা বলে; যেমন গুড় দেবে, তেমন মিষ্টি, একথাই প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ওই তরুণী। তিনি স্পষ্ট করে দেন, যেমন বেতন পান, তেমন কাজ করবেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। চিনের তরুণীর এই কাণ্ড সমাজমাধ্যমে হইচই ফেলে দিয়েছে। হয়তো বা অনেকের চাপা ইচ্ছেই তিনি পূরণ করেছেন। কিন্তু প্রতিবাদের ফল কী হল?একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্য চিনের বাসিন্দা ওই তরুণী। হেনান প্রদেশের শাংকিউয়ের একটি সংস্থায় কাজ করেন। কম বেতনের কারণে মালিকের পক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে সংস্থার কর্তারা খারাপ ব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগ তাঁর। এর প্রতিবাদেরই সম্প্রতি কর্মস্থলে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটান। যদিও এমন কাণ্ড করায় ফল পাননি তরুণী। উলটে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হুমকি দিয়েছে, ভবিষ্যতে কর্মস্থলে ঘুমোনোর মতো কাজ করলে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।

বসের হুমকি পেয়েই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন চিনা তরুণী। সেখানে তিনি জানান, আমাকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। তবে আমি চাকরি ছাড়ব না। আমি বসকে বুঝিয়ে দেব, আমাকে যে পরিমাণ বেতন দেওয়া হয়, সে পরিমাণ কাজ করলে কেমন লাগে। তরুণী আরও বলেন, যাঁরা আমার সমালোচনা করছেন, তাঁরা আমার মতো এত কম বেতন পাওয়া মানুষদের কষ্ট বোঝেন না।তরুণীর কাণ্ডে সোশাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ''আপনাকে কম বেতন দিলে আপনিও কম কাজ করতেই পারেন।

প্রতিটি সংস্থার উচিত কাজ অনুযায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া। অন্যরা বলছেন, একজন কর্মী দিনে আট ঘণ্টা কাজ করেন। অতএব, ঘুমের জন্য পাঁচ ঘণ্টা, দুপুরের খাবারের সময় এবং শৌচাগারে যাওয়ার সময় বাদ দিলে, তরুণী দু'ঘণ্টারও কম সময় কাজ করবেন। আপনার বেতন নিশ্চয় এতটাও কম নয়।'

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-04-2026 14:27 Page 3

প্রথম দফায় নজরে অতি-স্পর্শকাতর ১৫০০ বুথ, আঁটসাঁট নিরাপত্তায় কমিশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তপ্ত বাংলায় ভোটের পারদ চড়তেই নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আরও মজবুত করছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার বুথকে 'অতি-স্পর্শকাতর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম দফার ১৫০০টি বুথ নিয়ে বিশেষ উদ্বেগে রয়েছেন আধিকারিকরা। বুথ জ্যামিং রুখতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নজিরবিহীন নজরদারির ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে কমিশন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে এবার রাতভর পাহারায় থাকছে চোখ। ঠিক হয়েছে, ভোট শুরুর আগের রাত থেকেই সমস্ত বুথের ক্যামেরা সচল রাখা হবে। এই ক্যামেরাগুলি সরাসরি ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত থাকবে কমিশনের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে। স্ক্রিনের ওপারে সারারাত ঠায় বসে কড়া নজরদারি চালাবেন বিশেষ আধিকারিকরা। সাধারণ বুথে দুটি ক্যামেরা থাকলেও অতি-স্পর্শকাতর বুথগুলির জন্য বরাদ্দ হয়েছে অতিরিক্ত ক্যামেরা। লক্ষ্য একটাই;পোলিং স্টেশনের প্রতিটি কোণ যেন কমিশনের নজরে থাকে।কমিশনের পক্ষ থেকে প্রিসাইডিং অফিসারদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভোটের আগে মক পোল শেষ হওয়া মাত্রই ক্যামেরা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তা তৎক্ষণাৎ কমিশনকে রিপোর্ট করতে হবে। ভোটারদের বুথমুখী করতে জেলায় জেলায় প্রচারের পাশাপাশি ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতেও জেলা প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, সকলের মুখেই এখন এক বুলি;শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ভোট সুনিশ্চিত করা। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফা এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার মহারণ। কমিশনের এই ডিজিটাল নজরদারি এবং কড়া প্রহরার মধ্যে আম-নাগরিক কতটা নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, এখন সেটাই দেখার। 'শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন সুনিশ্চিত করাই যে কমিশনের লক্ষ্য';এই বার্তাই এখন জেলায় জেলায় পৌঁছে দিচ্ছে কমিশন। দিনক্ষণ যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে টেনশন। তবে ১৫০০ স্পর্শকাতর বুথ নিয়ে আপাতত বাড়তি সতর্ক কমিশন। ফাইল ফটো।

প্রচারে গ্রাম বাংলার নারীদের প্রশ্নে চাপে গেরুয়া শিবির ? তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

গোপাল শীল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সম্প্রতি বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা-সহ দলের একাধিক নেতা-নেত্রী প্রচারে বেরিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় মহিলারা নারী সুরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা এবং উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন। এই ঘটনাগুলোতে দাবি করা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে বিজেপি কর্মীরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পেরে অস্বস্তিতে পড়ছেন, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে এলাকা ছেড়েও চলে যাচ্ছেন। যদিও এই ভিডিওগুলোর সত্যতা এবং প্রেক্ষাপট নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবুও ঘটনাগুলো রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, এটি স্বতঃস্ফূর্ত কিছু নয়, বরং শাসকদলের পরিকল্পিত চক্রান্ত। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের মদতেই বিজেপির প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং কর্মীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কাকদ্বীপের তিনবারের জয়ী বর্তমান বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মন্টু রাম পাখিরা পাল্টা মন্তব্য করে বলেন, 'গ্রাম বাংলার মহিলারা এখন অনেক বেশি সচেতন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রশ্ন তুলছেন।' তিনি আরও বলেন, 'যখন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রশ্ন করেন, তখন তার জবাব দেওয়া রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব। কিন্তু বিজেপি সেই জবাব দিতে না পেরে পরিস্থিতি এড়িয়ে যাচ্ছে। ভোটের ফল বেরোনোর পর এদের আর এলাকায় দেখা যাবে না।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনাগুলো গ্রামীণ ভোটারদের মানসিকতার পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত হতে পারে। বিশেষ করে নারী ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরাসরি জবাবদিহির দাবি এখন নির্বাচনী রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে। তবে এই পুরো ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে;এই প্রতিবাদ কতটা স্বতঃস্ফূর্ত? না কি এর পেছনে রয়েছে সংগঠিত রাজনৈতিক কৌশল? ভোট যত এগিয়ে আসছে, কাকদ্বীপে এই রাজনৈতিক তরজা যে আরও তীব্র হবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত ভোটের বাক্সে কী প্রভাব ফেলে।

প্রাক্তন ডিসি শান্তনুর বাড়িতেও ইডি হানা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের আবহে সাতসকালে কলকাতায় ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার ইডি-র নিশানায় কলকাতা পুলিশের ডিসি তথা কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। রবিবার সকালে তাঁর গোলপার্কের বাড়িতে অতর্কিতে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। শান্তনুর বাসভবনের পাশাপাশি সংলগ্ন একটি সরকারি ট্রেনিং সেন্টারেও তল্লাশি চালানো হয়। যদিও সকালে কেন্দ্রটি তালাবন্ধ থাকায় তা খোলার তোড়জোড় শুরু করেন আধিকারিকরা। নির্দিষ্ট কোন মামলায় এই অভিযান, তা নিয়ে ইডি-র তরফে এখনও ধোঁয়াশা বজায় রাখা হয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগে কয়লা পাচার মামলায় শান্তনুকে তলব করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির সেই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এমনকি মেডিক্যাল কলেজে এনআরআই কোটায় ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতিতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। সেই সূত্রেই এই ঝটিকা হানা কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

সম্প্রতি রাসবিহারীর তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর হানা ঘিরে রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ম্যারাথন তল্লাশি ও নির্বাচনী এজেন্টকে বাধা দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন দেবাশিস অনুগামীরা। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ডিসি পদমর্যাদার অফিসারের বাড়িতে ইডি হানা নতুন মাত্রা যোগ করল। এই ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দাবি, এই অভিযানের কোনো বৈধতা নেই। নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে শাসকদল জানিয়েছে, 'ব্যবস্থা নিতে হবে আয়কর দফতরের বিরুদ্ধে'। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতি-সক্রিয়তায় সরগরম তিলোত্তমা।

জোড়া তলব এড়িয়ে শেষরক্ষা হল না, ইডির জালে আটক বেহালার ব্যবসায়ী

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) জালে ধরা পড়লেন বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদার। রবিবার সকালে বেহালার বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশি চালানোর পর তাঁকে আটক করে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। মূলত আর্থিক তছরুপের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তাঁকে পাকড়াও করা হয়েছে বলে খবর। এর আগে দু'বার তলব করলেও হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন এই ব্যবসায়ী।

রবিবার ভোরে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডির একটি দল সোজা পৌঁছে যায় বেহালায় জয়ের ঠিকানায়। তবে শুরুতেই বাধার মুখে পড়তে হয় তদন্তকারীদের। বারবার ডাকাডাকি সত্ত্বেও দীর্ঘক্ষণ দরজা খোলা হয়নি বলে অভিযোগ। বাড়ির বাইরে তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দরজা খুললে ভিতরে ঢোকেন আধিকারিকেরা। কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর জয়কে আটক করার সিদ্ধান্ত নেয় ইডি।স্থানীয় সূত্রে খবর, জয় মূলত প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তবে কেন্দ্রীয় সংস্থার রাডারে তিনি নতুন নন। এর আগেও তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করেছিলেন আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'-র বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই সূত্র ধরেই জয়ের নাম উঠে আসে। তদন্তে অসহযোগিতা ও হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার কারণেই রবিবার এই পদক্ষেপ।এ দিন কেবল বেহালা নয়, ইডির সক্রিয়তা দেখা গিয়েছে বালিগঞ্জেও।

সোনা পাপ্পুর সূত্র ধরেই কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতেও হানা দিয়েছেন আধিকারিকেরা। এক সময়ে কালীঘাট থানার ওসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন শান্তনু। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ডিসিপি-র বাড়িতে তল্লাশি জারি ছিল। সব মিলিয়ে রবিবার ছুটির দিনে শহরে ইডি-র তৎপরতায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

উত্তরে বৃষ্টি, দক্ষিণে ৪০ ডিগ্রি ছাড়াবে তাপমাত্রা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম ও অস্বস্তি! কলকাতার ক্ষেত্রে ৩৬ ডিগ্রি ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছবে! দু' এক জায়গায় পারদ ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে। সঙ্গে দক্ষিণের কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস।উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ ও অসম সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বিহার ও উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। যার জেরে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব-পশ্চিম, বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 19-04-2026 14:27 Page 4

বলির রক্তে ভেজা ‘বলিপুর’ থেকে নাম হল বোলপুর

সে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। বর্তমান বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলে তখন নাকি রাজত্ব করতেন রাজা সুবাহু সিংহ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম ছিল সুবাহুপুর। জনশ্রুতি, সেই নামই লোকমুখে বদলাতে বদলাতে হয়ে গেল সুপুর। বোলপুর থেকে কিলোমিটার তিনেক দূরে অজয় নদীর তীরে একটি ঐতিহাসিক জনপদ এই সুপুর। আজো এখানে টেরাকোটার কাজ করা জোড়া শিবের মন্দিরে, আনন্দচাঁদ গোস্বামীর রাসমন্দিরে, বাঘলা পুকুরের সিঁড়ির ভগ্নাবশেষে ইতিহাস কথা বলে ওঠে। সেই ইতিহাস শোনার কান চাই অবশ্য।‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, বাঙালির ইতিহাস নেই। কথাটা মিথ্যে নয়। ইতিহাসকে আর কবেই বা গুরুত্ব দিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা! ইতিহাস, কিংবদন্তি, জনশ্রুতি এখানে মিলে-মিশে একাকার। কখনো মঙ্গলকাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশ পড়ে, কখনো নানা ইঙ্গিত থেকে ছেনে-বুঝে নিতে হয় ইতিহাস। সেই ইতিহাসেও যে কতখানি কল্পনা মিশে আছে কে জানে! তবে, এটাই বঙ্গদেশের মজা। ইতিহাস খুঁজতে গেলে এখানে উপরি পাওনা হিসেবে গল্পের হদিশ মেলেই।এই যেমন রাজা সুরথের গল্প। কেউ কেউ বলেন, তিনি নাকি রাজা সুবাহুরই বংশধর। রাজ্যহীন হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বর্তমান সুপুরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলছে, বাংলায় প্রথম বসন্তকালীন দুর্গাপুজার প্রচলন করেন তিনিই। তখন গ্রামদেবী ভগবতী শিবিক্ষা। তাঁকে তুষ্ট করতে লক্ষাধিক বলি দিয়েছিলেন সুরথ। সুপুরের শিবিক্ষা মন্দির থেকে ডাঙ্গালি কালিতলা অবধি নাকি হয়েছিল সেই বলি। এরপর থেকেই ডাঙ্গালি কালিতলা ও তার আশপাশের অঞ্চলের নাম হয়ে যায় ‘বলিপুর’। সেই বলিপুরই নাকি আজকের বোলপুর।এই তত্ত্বকে প্রশ্ন করতেই পারেন ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিকেরা। তাতে কি আর সুপুরের কিংবদন্তিতে আঁচড় লাগে! তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রাধা’ উপন্যাসেও জড়িয়ে আছে এই জনপদের নাম। আর আছে আনন্দচাঁদ গোস্বামীকে ঘিরে কিংবদন্তি। আনন্দচাঁদ গোস্বামী সুপুরের অন্যতম বিখ্যাত মানুষ। শ্যামসুন্দর জিউ-এর পরম উপাসক এই মানুষটির আশ্রম ছিল সুপুরেই। তাঁকে নিয়ে কত যে গল্প ভেসে বেড়ায় সুপুরের পথে-ঘাটে। খুসুটিকুড়ির সিদ্ধপুরুষ ছিলেন হজরত হোসেন। তাঁর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। আনন্দচাঁদের শক্তি পরীক্ষার জন্য হজরত হোসেন একদিন বাঘের পিঠে চেপে দেখা করতে এলেন আনন্দচাঁদের সঙ্গে। সঙ্গে সোনার থালায় সাজানো উপহারের ভিতরে লুকোনো নিষিদ্ধ মাংস। আনন্দচাঁদ তখন বসেছিলেন একটি দেওয়ালের ওপর। হজরত সুপুরের সীমানায় আসতেই আনন্দচাঁদ দেওয়ালকে চালনা করেই এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। হজরত তো এই দৃশ্য দেখে অবাক। আনন্দচাঁদ তখন হজরতের হাতের থালা দেখে বললেন, ‘বন্ধু, আমার জন্য কী এনেছ দেখাও।’ হজরত থালার ওপরের কাপড় সরাতেই চমকে উঠলেন। থালায় মাংস নেই, তার বদলে রয়েছে সদ্য ফোটা পদ্ম ফুল। এই কিংবদন্তি আজো বিশ্বাস করেন সুপুরের মানুষ। যুক্তির শক্তি কতখানি যে সেই বিশ্বাস ভাঙবে! জনশ্রুতি, এই আনন্দচাঁদের নেতৃত্বেই নাকি ভয়ানক বর্গিদের রুখে দিয়েছিলেন সুপুরবাসী। ১৭৪৫ সালে বর্গিরা সুপুর আক্রমণ করতে পারে আঁচ করে সুপুরের চারপাশে খাল কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন আনন্দচাঁদ। তার ভিতরে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লুকিয়ে ছিলেন স্থানীয়রা। বর্গিরা আসতেই অতর্কিতে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের ওপর। সেই আক্রমণে পিছু হটে বর্গির দল। এই গৌরবের গল্পও সুপুরের জল-বাতাসে মিশে আছে।আর আছে জোড়া শিবের মন্দির। দুটি চুড়ো মন্দিরের, দুটি পৃথক দেউলও। কী অদ্ভুত টেরাকোটার কারুকাজ মন্দিরের গা জুড়ে। ১৭১৭ সালে তৈরি হওয়া মন্দিরটির বয়স তিনশো বছর পেরিয়েছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ চলছে এই মন্দিরের। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই মন্দিরের গায়ে খুঁজে পাওয়া যাবে নৃত্যরত পঞ্চানন শিবকে। ভক্তদের সঙ্গে মিলে নাচছেন তিনি। ভক্তদের সঙ্গে শিবের এই নৃত্যরত ভঙ্গিটি নেহাত খুব প্রচলিত দৃশ্য নয়। সুপুরের এই মন্দির এমন দৃশ্যকে বুকে ধরে রেখেছে।কাছেপিঠেই আছে বাঘালা পুকুর, রাজা সুরথের নামধারী সুরথেশ্বর মন্দিরও। রয়েছে আরো অনেক গল্প, কিংবদন্তি, ইতিহাস। সেইসব নিয়েই আজো হেঁটে চলেছে এই জনপদ। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অজয়। একসময় এই অজয়কে ঘিরেই অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল সুপুর। নদীপথে ব্যবসা চলত সুরাট, চন্দ্রকেতুগড়, অসমের সঙ্গে। এরপরে পর্তুগিজরা এল দেশে। গুজরাট থেকে বাংলায় নুনের ব্যবসা করতে এল একদল বণিক। পরে এরাই পরিচিত হল গন্ধবণিক চন্দ্র হিসেবে। এমন কত ইতিহাস যে লেপ্টে সুপুরের গায়ে। যদি সড়কপথে বোলপুর যান, তাহলে একবার ঢুঁ মারতেই পারেন সুপুরে। জোড়া শিব মন্দিরের কারুকাজ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। ইতিউতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস হাতছানি দেবে। গল্প শোনাতে চাইবে। অবশ্য তার জন্য কান পাততে হবে আপনাকে। শুনবেন নাকি সেইসব গল্প? সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।